টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

এই কাহিনী বলতে হবে ভাবিনি কক্ষনো
বলতে বলতে বুক ফেটে যায়, সাহস করে শোনো।

এপারে গ্রাম ওপারে গ্রাম, মধ্যে একটা নদী
পাহাড় থেকে বয়ে চলেছে সমুদ্র অবধি।
নদীটা কিন্তু আসলে দু বোন— গঙ্গা ও পদ্মা,
দেখতে চাও তো এখনই যাও লালগোলা, খড়দা।
গোমুখ থেকে বঙ্গে এসে দু বোনে ছাড়াছাড়ি
গোমুখ হলো হিমালয়ে, নদীর বাপের বাড়ি।
এই দু-নদীর কোলের থেকে পদ্মানদীর মেয়ে
দৌড়ে এসে বইছে সুখে সবুজ গ্রামটি পেয়ে।
গ্রামের নাম নদীর নাম দুটিই পাখির নামে
এই নদী-গ্রাম মায়ের সমান রহিম এবং রামের।

কী নাম গ্রামের? টিয়াপাখি। নদীর কী নাম? ফিঙে।
নদীর ধারে খেতভরা খুব উচ্ছে পটল ঝিঙে।
একশো দুশো বছর ধরে এই নদীটি আছে,
সেইজন্যেই ফুল আর ফলের বন্যা গাছে গাছে।

এমন গ্রামটি, এমন নদী, এমন মানুষজন—
সবাই সবার স্নেহের, সবাই ভালোবাসার জন।
টিয়াগ্রামের মানুষ সবাই টিয়ার মতোই সুখী
তাদের জীবন বহুমুখী।
ফিঙেনদীর কোলে
টিয়ার দিনগুলি সব দোলে।
ফিঙেনদীর নাচে
টিয়ার পালপার্বণ বাঁচে।

বনের সবুজ আর আকাশের তারা
দিচ্ছে কে পাহারা?
টিয়াগ্রামটি যাদের এবং টিয়াগ্রামের যারা।
গ্রামের যত গাছপালা আর নতুন গাছের চারা
তাদের নিজের চোখের মণির মতো,
কত যুগের কত যে গাছ, তিন হাজার অন্তত।

অনেক দিনের আগের কথা, ভাদ্র মাসের শেষে—
দশনৌকো পেয়াদা নামলো ফিঙে-টিয়ার দেশে।
আজ থেকে ঠিক আশি বছর আগে,
বাংলা তখন কেউ ভাঙেনি বিশ্রী দুটো ভাগে।

সবে সকালবেলা—
ছোটদের তো গাছের সঙ্গে, পাখির সঙ্গে, আলোর সঙ্গে খেলা।
বড়রা তখন ডুব দিচ্ছে ফিঙের মিঠে জলে—
নৌকো থেকে লাফিয়ে নামলো পেয়াদা দলে দলে।
তাদের মালিক, গ্রামের মালিক, নদীরও তিনি মালিক,
এই দিককার বিশ-পঁচিশটা গ্রামের মস্ত মালিক,
হাওয়ার মালিক, রোদের মালিক, জ্যোৎস্নারও সে রাজা—
হুকুমটি তার সবাই শোনো, শোন রে বলছি যা যা:
রাজার কাঠের প্রাসাদ হবে পুব-দখিনের হাওয়ায়,
দেশ-বিদেশের ছুতোর দেখতে পরশু চলে আয়।
রাজার ইচ্ছা, বুঝছিস তো, রাজাই সম্রাট—
তেনার মতে কাঠের রাজা টিয়াগ্রামের কাঠ।

এবারে শোন, মন দিয়ে শোন, দে সমস্ত মন—
কাটতে হবে টিয়াপাখির বন।
নৌকো বোঝাই করাত-কুড়ুল আছে,
ঝপঝপাঝপ লাগা তো বাপ গাছে!
আজ আর কাল— সময় মোটে দুদিন,
তারপরে তো সামনে তোদের সুদিন।
পরশু ভোরে গাছ ভাসাবো জলে,
পদ্মা আর গঙ্গানদীর ছাড়াছাড়ির স্থলে
পৌঁছব ঠিক রাতে।
পরদিন প্রভাতে
সোজা রাজার বাড়ি।
হাত লাগা বাপ, কাজটুকু সার একটু তাড়াতাড়ি।

এই দুটো দিন আমরা তোদের কুটুম,
কুড়ুল নে সব —মহারাজের হুকুম!

তোরা কি সব কাঠের পুতুল? তোরা কি সব পাথর?
ফুলের দুঃখে, ফলের দুঃখে, ছায়ার দুঃখে কাতর?
গাছ কাটলে থাকে গাছের স্মৃতি
বিশ্বাস কর, গাছ কাটবার আজই পুণ্য তিথি।

বুকে আগুন, দুচোখ ভরা জল—
গ্রামের মানুষ, এই তার সম্বল।
কাঁদতে কাঁদতে সব প্রথমে প্রতিজ্ঞায় বুক বাঁধে
চোদ্দ থেকে একুশ বছর বয়স তখন যাদের।
গাছের গুঁড়ি ঘিরে বসলো প্রচণ্ড পাহারা,
বুক দিয়ে হাত দিয়ে আগলে চেঁচিয়ে বললো তারা—
একটা গাছও কাটতে দেব না,
গাছ কাটতে হলে আগে কাটো আমার গা!

ক্রমে ক্রমে সমস্ত গাছ ঘিরে ফেলল সবাই
ছেলে-বুড়ো, নারী পুরুষ, অন্ধ দিদির দু-ভাই।
সে-দিন সে-রাত কেউ ছিল না ঘরে—
কেউ জানে না কে মরবে আজ কে আগে কে পরে।
গাছ বাঁচবে কিনা তাও কেউই জানে না,
গাছ কাটতে হলে আগে কাটো আমার গা।

সন্ধে হতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজার সেনাবাহিনী
ভাবিনি তো বলতে হবে বুক-ভাঙা সেই কাহিনী।
টিয়াগ্রামের দু-তিনটি গ্রাম আগে
সেদিন আমার ঠাকুরদাদা কেঁদেছিলেন, জ্বলেছিলেন রাগে,
সেইখানে তাঁর বাসা।
তিনি বলেন, টিয়াগ্রামটি মানেই ভালোবাসা।

সত্যিকারের মানুষ যারা, তাদের জন্মভূমি।
টিয়াগ্রামটি এখন শুধুই ধু-ধু মরুভূমি।

ও ঠাকুরদা, থামো!
এসব কথার আছে কি আর কানাকড়ি দামও?
তুমি কেন বসে রইলে? লাঠি সড়কি নিয়ে

ঝাঁপিয়ে কেন পড়নি তুমি টিয়াগ্রামে গিয়ে?
আমি যদি টিয়াগ্রামের হতাম কিশোর, তরুণ
'গাছ কাটতে এয়েছো সব, এবার তবে মরুন!'
এই না বলে সবাই মিলে লাঠি-বঁটি, কোদাল-শাবল নিয়ে,
সব কটাকে দিতাম ধরে যমের সঙ্গে বিয়ে!
ফিঙের জলে ভাসিয়ে দিতাম বদমাসদের শব,
টিয়াগ্রামে সেদিন হতো বৃক্ষমহোৎসব!

সেদিন গ্রামের কান্না এবং প্রবল হাহুতাশ
ভরিয়ে দিয়েছিল দু-দশ গ্রামেরও আকাশ।
সেসব গ্রামের মানুষ আজও বলে—
জল ছিল না ফিঙেনদীর জলে,
শুধুই রক্ত লাল।
তার ওপরে উড়িয়ে দিয়ে পাল
দশ নৌকো বেয়ে দেশে ফিরল পাইকদল
নদীর স্রোতে গাছ ভাসিয়ে— উথালপাথাল ফিঙেনদীর জল!

ফিঙেনদী ছয় ঋতুতে গাইতো কত গান।
গায় না সে আর। ভুলতে পারে তার সেদিনের কষ্ট অপমান?
গঙ্গা পদ্মা যার মা-মাসি
জীবনটা নাচ, গান আর হাসির—

ভাবো তো তার কত স্বাধীন সত্তা!
সইতে পারে টিয়াগ্রামের অমন বৃক্ষহত্যা?

তাই সেও আর বাঁচেনি বেশি দিন।
তার মা-মাসি পদ্মা-গঙ্গা এখনও গায়— বন ফিরিয়ে দিন!

প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০১